আন-নিসা | An-Nisa | ٱلنِّسَاء

আয়াতঃ ৪ : ১২৫

আরবি মূল আয়াত:

وَ مَن اَحسَنُ دِینًا مِّمَّن اَسلَمَ وَجهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّۃَ اِبرٰهِیمَ حَنِیفًا ؕ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبرٰهِیمَ خَلِیلًا ﴿۱۲۵﴾

অনুবাদসমূহ:

আর দীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজকে পূর্ণ সমর্পণ করল এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের আদর্শ অনুসরণ করল? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। — আল-বায়ান

সে ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বীনে কে বেশি উত্তম যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, অধিকন্তু সে সৎকর্মশীল এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করে। আল্লাহ ইবরাহীমকে একান্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। — তাইসিরুল

আর যে আল্লাহর উদ্দেশে স্বীয় আনন সমর্পণ করেছে ও সৎ কাজ করে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা কার ধর্ম উৎকৃষ্ট? এবং আল্লাহ ইবরাহীমকে স্বীয় বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছিলেন। — মুজিবুর রহমান

And who is better in religion than one who submits himself to Allah while being a doer of good and follows the religion of Abraham, inclining toward truth? And Allah took Abraham as an intimate friend. — Sahih International

১২৫. তার চেয়ে দ্বীনে আর কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাতকে অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইবরাহীমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।(১)

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, মনে রেখ, আমি প্রত্যেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর অন্তরঙ্গতা থেকে বিমুক্ত ঘোষণা করছি, যদি আমি কাউকে ‘খলীল’ বা অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। তোমাদের সঙ্গী (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি নিজেই) আল্লাহর খলীল বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। [মুসলিম: ২৩৮৩] মূলত: খলীল বলা হয়, এমন বন্ধুত্বকে যার বন্ধুত্ব অন্তরের অন্তঃস্থলে জায়গা করে নিয়েছে। অন্তরের রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেভাবে আল্লাহ্র খলীল, তেমনিভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর খলীল।

তাফসীরে জাকারিয়া

(১২৫) আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। [1]

[1] এখানে সফলতার একটি মান-নির্ণায়ক এবং আদর্শ পেশ করা হচ্ছে। মান-নির্ণায়ক হল, নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, সৎকাজে নিরত থাকা এবং ইবরাহীমী ধর্মের অনুসরণ করা। আর আদর্শ ইবরাহীম (আঃ); যাঁকে আল্লাহ তাআলা নিজের খলীল বানিয়ে ছিলেন। খলীলের অর্থ হল, যার অন্তরে মহান আল্লাহর ভালোবাসা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তাতে আর কারো জন্য স্থান থাকে না। ‘খালীল’ فَعِيلএর ওজনে; যার অর্থ فاعل কর্তৃপদ। যেমন, ‘আলীম’ ‘আলেম’ অর্থে ব্যবহার হয়। কেউ বলেছেন, এর অর্থঃ مفعول(কর্মপদ)-এর। যেমন, ‘হাবীব’ ‘মাহবুব’ অর্থে ব্যবহার হয়। আর ইবরাহীম (আঃ) অবশ্যই আল্লাহর ‘মুহিব্ব’ (প্রেমিক) এবং তাঁর ‘মাহবুব’ (প্রিয়) দুই-ই ছিলেন। (ফাতহুল ক্বাদীর) নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘‘আল্লাহ আমাকেও খলীল বানিয়েছেন, যেভাবে তিনি ইবরাহীম (আঃ)-কে খলীল বানিয়েছিলেন।’’ (সহীহ মুসলিম, মসজিদ অধ্যায়ঃ)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=618

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন